Structure and Composition of Population

জনসংখ্যা ভূগোলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল জনসংখ্যার গঠন। জনসংখ্যার গঠন দ্বারা কোনো স্থানের জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। জনসংখ্যার এই গঠন নির্ধারিত হয় জনসংখ্যার বিভিন্ন উপাদানের ভিত্তিতে। যেমন —

i) বয়স, ii) লিঙ্গ, iii) জাতি, iv) জাতীয়তা, v) ধর্ম, vi) ভাষা, vii) অর্থনৈতিক গঠন, viii) বৈবাহিক মর্যাদা, ix) সাক্ষরতার হার, x) পরিবারের গঠন, xi) কর্মের পদমর্যাদা, xii) শিক্ষিতের হার, ~~xiii) অর্থনৈতিক~~ xiii) অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় ও নির্ভরশীল জনসংখ্যা ইত্যাদি।

এইসব উপাদানের তারতম্যের জন্য কোনো অঞ্চলের জনসংখ্যা অপর অঞ্চলের থেকে পৃথক হয়। জনসংখ্যার গঠন অধ্যয়নের মাধ্যমে মানবসম্পদ, জন্মহার, মৃত্যুহার, জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতিপ্রকৃতি প্রভৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা যায়।

জনসংখ্যা গঠনের বিভিন্ন উপাদানসমূহ :- "Among various elements of population composition, sex composition, age composition and economic composition hold a prime place for population geographers." — R. C. Chandna

নিম্নে এইসব উপাদানগুলি বিস্তারিত আলোচিত হল —

1) **Sex Composition (Male-Female Ratio)** → কোনো অঞ্চলের যেকোনো ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণের আগে সেখানকার নারী-পুরুষের সংখ্যা জানাটা খুবই জরুরী। এছাড়াও অন্যান্য জনসংখ্যাগত তথ্য, যেমন- জন্মহার, মৃত্যুহার, পরিব্রাজন, বৈবাহিক মর্যাদা, অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সম্পর্কেও ধারণা লাভ করা যায় লিঙ্গের গঠন অধ্যয়নের মাধ্যমে।

লিঙ্গ হল জনসংখ্যার জৈবিক বৈশিষ্ট্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। নারী এবং পুরুষের সংখ্যার বণ্টনকেই লিঙ্গ অনুপাত বলে। বিভিন্ন দেশে নারী-পুরুষের অনুপাত তথা লিঙ্গ অনুপাত বিভিন্ন ভাবে নির্ধারণ করা হয়ে থাকে।

যেমন — রাশিয়াতে, Sex Ratio $= \frac{Pm}{Pt} \times K$ or $\frac{Pf}{Pt} \times K$

USA-তে, Sex Ratio $= \frac{Pm}{Pf} \times K$

নিউজিল্যান্ড-এ, Sex Ratio $= \frac{Pf}{Pm} \times K$

ভারতে, Sex Ratio $= \frac{Pf}{Pm} \times K$

where, Pm = Male population
Pf = Female "
Pt = Total "
K = Constant (100/1000)

- **লিঙ্গ অনুপাতের প্রকার** — লিঙ্গ অনুপাতকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। যথা—

a) প্রাথমিক লিঙ্গ অনুপাত (Primary Sex Ratio) → এটি গর্ভাবস্থাকালীন স্ত্রী-পুরুষের অনুপাত।

(b) গৌণ লিঙ্গ অনুপাত (Secondary Sex Ratio) → এটি হল জন্মকালীন স্ত্রী-পুরুষের অনুপাত। একে স্বাভাবিক লিঙ্গ অনুপাতও বলা হয়।

(c) প্রাথমিক লিঙ্গ অনুপাত (Tertiary Sex Ratio) → জনসংখ্যা গণনাকালীন স্ত্রী-পুরুষের অনুপাত। এই লিঙ্গ অনুপাত সামাজিক পছন্দ-অপছন্দ, সামাজিক পরিবেশ, সমাজ ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যবোধ, ধর্ম, বৈবাহিক প্রথা, জীবনের ঝুঁকি ইত্যাদি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

- **বিশ্বের লিঙ্গ অনুপাত** — বিশ্ব = 986 (2001), 984 (2011)

Table : পৃথিবীর কয়েকটি অতি জনসংখ্যাযুক্ত দেশের লিঙ্গ অনুপাত, 2001 - 2011

দেশ	লিঙ্গ অনুপাত	
	2001	2011
চীন	944	926
ভারত	933	940
USA	1029	1025
ইন্দোনেশিয়া	1004	988
ব্রাজিল	1025	1042
পাকিস্তান	938	943
রাশিয়া	1140	1167
বাংলাদেশ	958	978
জাপান	1041	1055
নাইজেরিয়া	1016	987

Source : Census of India, 2011

• উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে লিঙ্গ অনুপাতে পার্থক্য – উন্নত দেশগুলিতে নারী-পুরুষের সংখ্যার ব্যবধান প্রায় থাকে না। কারণ নারীদের জন্য সেখানে পুরুষদের মতোই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়, নারীশিশু পুরুষ-শিশুর মতোই সমান যত্ন পায়। ফলে নারী মৃত্যু বা নারীশিশুর মৃত্যুর হারে পুরুষদের সঙ্গে পার্থক্য হয় না।

অন্যদিকে, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে নারীশিশুর প্রতি অবহেলাও অসম্ভব, নারীর অপুষ্টি ও স্বাস্থ্যহীনতার কারণে মৃত্যুর সংখ্যা অনেক বেশি, এজন্য এখানে নারীর সংখ্যা পুরুষদের থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে কম।

২) Age Composition → জনসংখ্যার গঠনে বয়স একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এখানে বয়সের সাথে লিঙ্গ অনুপাতকেও গণ্য করা হয়। জনসংখ্যার বয়সভিত্তিক গঠন বলতে বোঝায় ঐ জনসংখ্যার মধ্যে কোন বয়সের জনসংখ্যার পরিমাণ কত এবং তাদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা কত ইত্যাদি।

বয়সভিত্তিক গঠন অধ্যয়নের ক্ষেত্রে মানবজীবনকে কয়েকটি বর্গে ভাগ করা হয়েছে। যেমন –

• কিশোর (Young) – 15 বছরের নীচে (ভারতে 14 বছর) জনসংখ্যাকে যুবক জনসংখ্যা ধরা হয়। এরা অর্থনৈতিকভাবে অনুৎপাদনশীল (Youth Dependency Ratio) এবং অন্যের উপর নির্ভরশীল। জৈবিকভাবেও এরা অনুৎপাদনশীল ধরা হয়।

• প্রাপ্তবয়স্ক (Adults) – 15–59 বছর বয়সের জনসংখ্যা এই বর্গের মধ্যে পড়ে। কোথাও কোথাও তবে এর ঊর্ধ্বসীমা 65 বছর ধরা হয়। এরা শ্রম-শক্তির মূল উৎস। এরা উপার্জনশীল, পরিব্রাজনে অধিক অংশগ্রহণ করে, চিন্তাশীল এবং জৈবিকভাবে উৎপাদনশীল।

• বৃদ্ধ (Old) – 60 বা 65 বছরের ঊর্ধ্বে যাদের বয়স, তারা এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। এরা শারীরিকভাবে দুর্বল, অর্থনৈতিকভাবে অনুৎপাদনশীল, অন্যের উপর নির্ভরশীল এবং জৈবিকভাবেও উৎপাদনক্ষম।

• বয়স-লিঙ্গভিত্তিক গঠনের নিয়ন্ত্রক :-

i) জন্মহার → জন্মহার বা প্রজননহার বিভিন্ন বয়ঃশ্রেণীতে জনসংখ্যার

অনুপাত নির্ধারণ করে। যেমন - উচ্চ জন্মহারের জন্য তরুণ বয়সের জনসংখ্যার বৃদ্ধি পায়। প্রজনন হার সাধারণত উন্নত দেশগুলির তুলনায় উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বেশি পরিলক্ষিত হয়।

ii) শিশু মৃত্যুহার → কোনো অঞ্চলের শিশু মৃত্যুর হার কম হলে সেখানে যুবক সম্প্রদায়ের সংখ্যা বাড়বে। আবার যদি শিশু মৃত্যু বেশি হয়, তাহলে তা অনুন্নত চিকিৎসা ও পরিকাঠামোরই পরিচয় দেয়।

iii) প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল → প্রত্যাশিত জীবনকাল বলতে বাঁচার জীবনসীমার কথা বলা হয়েছে। এটি দীর্ঘ হলে বৃদ্ধ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং কর্মক্ষম জনসংখ্যা নিম্নমুখী হয়।

iv) পরিযান → সাধারণত প্রাপ্তবয়স্ক সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিযান বেশি দেখা যায় বলে তা বয়স কাঠামোকে প্রভাবিত করে। কোনো স্থানে যদি বহিঃপরিযান বেশি হয়, তাহলে সেখানকার ঐ বয়সের জনসংখ্যার হঠাৎ অবনতি ঘটে। আবার যদি অন্তঃপরিযান অধিক ঘটে, তবে জনসংখ্যা বাড়ে।

আবার নারীর তুলনায় পুরুষরা বেশি পরিমাণে অংশ নেয় বলে নারী-পুরুষ অনুপাত প্রভাবিত হয়।

v) যুদ্ধ → বয়স-লিঙ্গভিত্তিক গঠনের ওপর যুদ্ধের প্রভাব যথেষ্ট। কারণ যুদ্ধের ফলে তরুণ বয়সের জনসংখ্যার পরিমাণ কম এবং ওই এলাকায় মহিলাদের সংখ্যা বেড়ে যায়।

vi) প্রাকৃতিক দুর্যোগ → প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অতিপ্রাকৃত ঘটনা বয়স বিভাজনের ওপর প্রভাব ফেলে।

vii) জনসংখ্যা নীতি → পৃথিবীর অনেক দেশেই কিছু কিছু জনসংখ্যা সংক্রান্ত নীতি আছে, যা সেখানকার বয়স গঠনের উপর প্রভাব ফেলে।

3] Economic Composition → জনসংখ্যার অর্থনৈতিক গঠন বলতে বোঝায় জনগণের আর্থিক পরিচয়কে।

এখানে আলোচিত হয় - ~~সমাজ ব্যবস্থা~~ অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় জনসংখ্যা তথা মানবশক্তি। মোট জনসংখ্যা আর অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় জনসংখ্যার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। অর্থনৈতিক গঠনের ক্ষেত্রে নির্ভরশীল জনসংখ্যার অনুপাতকে (Dependency Ratio) বিশেষ গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করা হয়।

$$\text{Dependency Ratio} = \frac{\text{population} < 15 \text{ yrs age group} + \text{pop.} > 60 \text{ yrs. age}}{\text{population } 15-60 \text{ yrs age group}} \times K$$

যে দেশে নির্ভরশীলতার অনুপাত যত বেশি সেই দেশের অর্থনৈতিক গঠনও তত অনুন্নত।

4] Occupational Composition → পেশার গঠন কোনো অঞ্চলের অর্থনৈতিক গঠনকে নির্দেশ করে।

পেশার গঠন বলতে কোনো স্থানের জনগণের জীবিকা নির্বাহের মাধ্যমকেই বোঝানো হয়। কর্মের পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের পেশাকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা হয় —

- প্রাথমিক শ্রেণীর পেশা — এই শ্রেণীতে পড়ে মূলত আদিম ক্রিয়াকলাপগুলি। যেমন - কৃষিকাজ, পশুশিকার ইত্যাদি।
- গৌণ শ্রেণীর পেশা — এক্ষেত্রে প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত উপাদানগুলির গুণগতমান পরিবর্তন করে ভোগের উপযোগী করা হয়। যেমন - শিল্প।
- তৃতীয় শ্রেণীর পেশা — এখানে বিভিন্ন পরিষেবা ক্ষেত্র যুক্ত। যেমন - কেরানি, ~~শিক্ষক ইত্যাদি~~ ব্যবসায়ী ইত্যাদি।
- চতুর্থ শ্রেণীর পেশা — বিশেষ পরিষেবাকে নির্দেশ করে। যেমন - চিকিৎসক, শিক্ষক ইত্যাদি।
- পঞ্চম শ্রেণীর পেশা — এর মধ্যে পড়ে অতি উচ্চমানের পরিষেবা। যেমন - বিজ্ঞানীদের গবেষণামূলক কাজ।

5] Religious Composition → মানুষের বিভিন্ন সামাজিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ধর্ম হল অন্যতম। ধর্মীয় গঠনের ক্ষেত্রে কোন্ দেশে কোন্ কোন্ ধর্মাবলম্বী মানুষ কতজন বাস করে, তা দেখা হয়।

যেমন - ভারতের মতো বহু ধর্মাবলম্বী দেশে জনসংখ্যার গঠন অধ্যয়নে ধর্মভিত্তিক গঠন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

6) Caste Composition → একে Ethnic Composition-ও বলা হয়। ভারতে অর্থনৈতিক মানদণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে এবং নৃতাত্ত্বিক লক্ষণের ভিত্তিতে জনসংখ্যাকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন -

i) সাধারণ (General), ii) তপশিলি জাতি (SC),
iii) তপশিলি উপজাতি (ST), iv) অন্যান্য অনগ্রসর জাতি (OBC)

7) Educational Composition (Literacy) → জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য নির্ধারণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল সাক্ষরতা। সাক্ষরতা বলতে বোঝায় যে ব্যক্তি নিজের ভাষা লিখতে ও পড়তে পারে। অঞ্চল ও লিঙ্গ ভেদে সাক্ষরতার তারতম্য ঘটে। যেমন - 2011 সালে ভারতে সাক্ষরতার হার 74.04% হলেও নারী-পুরুষ ভেদে তা 82.14% (পুরুষ) এবং 65.46% (নারী) তারতম্যযুক্ত।

~~পরিশেষে~~ উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, কোনো সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করতে হলে জনসংখ্যার গঠন জানা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কারণ জনসংখ্যার গঠন ব্যাখ্যা না করলে সমাজের জনগোষ্ঠী সম্পর্কে, তাদের জীবনধারণ সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব নয়। তাই জনসংখ্যা ভূগোলে জনসংখ্যার গঠন বিশেষ গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করা হয়।